42

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUN 1997 ..
পৃষ্ঠা · ৭ কলাম ··· ৬.....

প্রসঙ্গ ॥ শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে

বেলাল বেগ

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের শিক্ষা যেন অফিসের পাঞ্জাবি, অফিস থেকে ফিরে এসে আলনায় ঝুলিয়ে রাখি।' যুগ যুগ পরেও তাঁর ওই মন্তব্য আজও সত্য রয়ে গেছে। সুতরাং শিক্ষা কমিশনের প্রধান চ্যালেঞ্জটিই হচ্ছে শিক্ষাকে কার্যকর বা ফলপ্রসূ করা। শিক্ষা বর্তমানে ফলপ্রসূ না হবার কারণগুলো বিবেচ্য ঃ

নোট বই ব্যবসা

শিক্ষাকে পরীক্ষা পাসের সমার্থক করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত বেকার এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা সারা দেশে একটি বিশাল বিদ্যা-ব্যবসায় খুলে বসেছে। একই কারণে গড়ে উঠেছে অপরাজেয় নোট বই ব্যবসায়।

প্রতিকার

(ক) নোট বই প্রকাশ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়করণ।

(খ) প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধকরণ। শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্পেশাল কোচিং অপ্রয়োজনীয়। তবে ধীর-বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য তা প্রয়োজনীয় হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তার বন্দোবস্ত করবে এবং এ জন্য বাড়তি ব্যয় হলে তার যোগান দেবে।

শিক্ষকদের অযোগ্যতা

আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষকতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পেশায় আসেননি। অন্য কোন জীবিকা না পেয়ে এ পথে এসেছেন। লাখ লাখ শিক্ষক যদি সত্যিকার শিক্ষক হতেন দেশের হাল এত খারাপ হতো না।

প্রতিকার

(ক) সকল পাঠ্য বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড টেষ্ট উদ্ভাবন করে গণ-পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদের বিদ্যার মান-যাচাই করে নিয়ে সকল আগাছা-শিক্ষককে উৎপাটিত করতে হবে। এ কাজে তাদের ব্যক্তিগত নথিও ব্যবহার করতে হবে।

(খ) প্রকৃত শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দিতে হবে।

শিক্ষার নিম্নমান

পাঠদান পদ্ধতিতে ত্রুটি এবং অবহেলা শিক্ষার নিম্নমানের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রতিকার

শিক্ষা-পরিদর্শন ব্যবস্থাকে একটি আলাদা পরিদফতরে এনে স্বায়ত্তশাসিত করা। পরিদর্শন বিভাগে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকরাই নিয়োগ পাবেন। এদের বেতন-ভাতা উচ্চতর হবে যাতে একজন কর্মরত শিক্ষক পরিদর্শক হতে পারাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিতে চাইবেন। বলাবাহুল্য, শিক্ষা-পরিদর্শকের কাজ কেবল শিক্ষার মানোন্নয়নের মধ্যেই সীমিত থাকবে। তবে স্কুল-কলেজের সার্বিক অবস্থার ওপর তাদের মন্তব্য করার অধিকার থাকবে। তাদের এ সকল মন্তব্য বিবেচনা করবে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ, উর্ধতন কোন শিক্ষা দফতর নয়।

পরীক্ষা নামক রাহু

বর্তমানে পরীক্ষা পাসই যেন শিক্ষা। অথচ পরীক্ষা হলো শিক্ষার অগ্রগতি যাচাইয়ের একটি পন্থা মাত্র। পরীক্ষার কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা জিম্মি হবার কারণ বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সুযোগটি। সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ঘৃণ্য কালোবাজার চালু থাকায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটিই বলী হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিকার

(ক) সকল পরীক্ষা বোর্ড বাতিল করে একটি মাত্র জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড তৈরি। এ বোর্ডের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড টেষ্ট নির্মিত হবে। এ বোর্ড বিভিন্ন টিম দ্বারা সারা বছর ধরেই টেষ্ট নেবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর সময় তাদের নিজস্ব পরীক্ষা ছাড়াও জাতীয়* 'নর্মে' ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব বিচারে আনবে।

(খ) বর্তমানে প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে হবে।

(গ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা রাখবে।

(ঘ) ডিগ্রী পর্যায়ে ভর্তির পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করতে হবে। ডিগ্রী পর্যায়ে ভর্তির শিক্ষাগত মান এত উচ্চ রাখতে হবে যে কেবলমাত্র মেধাবীরাই সেখানে স্থান পাবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ৮ম থেকে ১২শ' করতে গেলে বর্তমানে বিরাজিত স্কুল-কলেজগুলোকে বিপুল কাঠামোগত সংস্কারের মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়া এ সংস্কারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে।

পরামর্শ

(ক) এ বাহ্যিক পরিবর্তনের কোন দরকার নেই। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই প্রাথমিক শিক্ষা এ স্বীকৃতিই যথেষ্ট। এর নিচের শ্রেণী থেকে কেউ ঝরে গেলে সে সার্টিফিকেট পাবে না।

(খ) বর্তমানের দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকেই 'কার্যকরী শিক্ষা' বলে ধরে নিয়ে তার মানোন্নয়ন করাটাই আসল দরকারী।

(গ) একাদশ—দ্বাদশ শ্রেণী প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি হিসাবে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক, তবে তার ব্যাপক গুণগত মানোন্নয়ন প্রয়োজন।

(ঘ) ১ম থেকে ১২শ' শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক সংস্রব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতেই হবে।

(ঙ) 'মাদ্রাসা' মানে যে ইসলামিক শিক্ষা এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে। 'মাদ্রাসা' আরবী* শব্দ মাত্র। এর ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে স্কুল এবং বিদ্যালয়। মাদ্রাসা শিক্ষার নামে যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজচ্যুত বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করা হয় তা জাতির জন্য একটি মারাত্মক অপচয়। ইসলাম শিক্ষার বিষয়গুলো সাধারণ স্কুল ব্যবস্থায় ইসলামিক গ্রুপে নিয়ে আসা হয়েছে। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষা উঠিয়ে দেয়া উচিত।

(চ) 'কিন্ডারগার্টেন' প্রাথমিক শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বর্তমানে এটিকে আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে জাহির করে একদল চতুর শহরবাসী একটি বিশাল বিদ্যা-ব্যবসায় ফেঁদে বসেছে। এদের কারসাজির ফলে সমাজে আশরাফ-আতরাফ জাতীয় শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব সমস্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে সাধারণ প্রাইমারি স্কুলে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।

(ছ) শিক্ষার মূল লক্ষ্য যে চরিত্র গঠন এবং সৃজনশীলতার বিকাশ তা অর্জন করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা-পরিবেশ ও শিক্ষার মানে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এ জন্য প্রাথমিকসহ শিক্ষার সকল স্তরে ক্রীড়াচর্চা, শরীরচর্চা, ললিতকলা চর্চার ব্যাপক সুবিধা থাকা উচিত।

(জ) সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার অংশ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজে জড়িত করতে হবে। ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিবেশ সুস্থ রাখা, 'কিউ' দিয়ে নিজের স্থান নেয়া, অশিক্ষিত জনগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন করানো সকল প্রকার জরিপ ও টিকাদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের জড়িত করা হলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় সাশ্রয় হবে অন্যদিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ভবিষ্যত নাগরিকদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে।

শিক্ষা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এর কোন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতার কোন অবকাশ নেই কারণ শিক্ষা মানেই জীবন এবং জীবনের জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এত বড় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট এ দেশটি অসৎ, অযোগ্য এবং ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির কবলে পড়ে এখন পর্যন্ত তার নিজস্ব সত্তা আবিষ্কার করতে পারছে না। এ কারণে দেশটি একটি অশান্ত অস্থিতিশীলতায় দিশেহারা হয়ে আছে। বস্তুত আজ এ কারণেই শিক্ষা কমিশন নামক একটি প্রকাণ্ড ওভারহোলিং সিস্টেমের প্রয়োজন হয়েছে।